দর্শনায় ওয়েভ ফাউন্ডেশেনের উদ্যেগে কর্মহীন পরিবারকে খাদ্য প্রদান

নোভেল করোনা ভাইরাস এখন বিশ্বের প্রায় সকল দেশ এবং অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ভাইরাসের আঘাতে দিন দিন ক্রমবর্ধমান হারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

এ সংকটময় পরিস্থিতিতে অতীতের যে কোন সময়ের মতো নাগরিক সমাজের অন্যতম সংগঠন ‘ওয়েভ ফাউন্ডেশন’ এই অসহায় জনগোষ্ঠীর পাশে এসে দাড়িয়েছে। ‘করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং এর ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন তিনটি পর্বে চাউল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল, চিড়া, ডাল ও বিস্কুট ২ হাজার ২৯০ পরিবারের মাঝে ৬১৮০টি মাস্ক, ৭১৬০টি সাবান, ৫৪৫০০ লিফলেট, পোস্টার ৯৮৬০টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যμম (বিলবোর্ড, ফেস্টুন, মাইকিং) ঢাকা মহানগর ও কর্ম এলাকার ১৭টি জেলায় ১০,৮৬,৭০৫ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে ও ৪৮,৭০৫ জন এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

এছাড়া খাদ্য সহায়তা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ অর্থ সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীদের ১ দিনের বেতন ৫ লাখ ৫৮ হাজার ১০৫ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা হয়।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে গত ২১ এপ্রিল-২০২০ তারিখে হস্তান্তর বিগত ১৫ লাখ ৭০ হাজার ১৯৫ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ও সংস্থার মাধ্যমে আর্থিক অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গত ৩০ এপ্রিল পিকেএসএফ এর সংস্থার প্রধান কার্যালয় হতে ৫০ হাজার টাকার চেক সমাজসেবা ঢাকা অফিসে সংস্থার মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়। এমনকি বাস্তবায়িত এসইআইপি প্রকল্পের চলমান ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১৪৮ জনের ব্যক্তিগত হিসাবে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা হিসাবে ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে পিকেএসএফ এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান আর্থিক অনুদান সহায়তা দেয় হয়।

সব মিলিয়ে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২৯ লাখ ১৮ হাজর ৩০০ টাকা ব্যয় করেছে। এছাড়া ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্ম এলাকায় খাদ্য উপহার অব্যহত রয়েছে বলে উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন জানান।

মেহেরপুরের বাজারে আসছে রসালো লিচু-দাম নিয়ে হতাশাই ব্যাবসায়ীরা

পবিত্র রমজান প্রায় শেষ প্রান্তে। মৌসুমী ফলের মধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্খিত ফল আম এখনো আসেনি বাজারে। তবে রোজাদারদের রসনা তৃপ্ত করতে বাজারে আসতে শুরু করেছে আরেক মুখরোচক ফল লিচু।

মেহেরপুরে এবার জ্যৈষ্ঠের ফল লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। চাষীরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন লিচু আহরন ও বাজারজাত করনে। কিন্তু আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় লিচু চাষীদের লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। কোরোনা ভাইরাসের আতঙ্ক আর লকডাউনে পরিস্থিতে মৌসুমী ব্যবসায়ীরা আছেন লোকসানের শঙ্কায়।

লিচু চাষী বিল্লাল, সত্তার, জয়নাল জানান, এ বছর করোনা ভাইরাসের মহামারী ও লকডাউনের কারনে বাহিরের ব্যবসায়ীরা আসছে না। নিজেরাই বাগান পরিচর্যা করছি। শেষ পর্যন্ত খরচ তুলতে পারবো কিনা শঙ্কায় আছি। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে এলাকায় ব্যবসায়ী না আসলে নিজ উদ্যোগে আড়তে নিয়ে লিচু বিক্রি করতে হচ্ছে।

অনেক বাগান মালিক নিজেরাই কীটনাশক প্রয়োগ ও পাহারার ব্যবস্থা করছেন। এতে বাগান মালিকদের ভোগান্তি ও উৎপাদন খরচ বেড়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং সময়মতো বৃষ্টি হওয়ায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। ব্যবসায়ীরাও ভালো লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এখন তাদের কপালে চিন্তার ভাজ।

লিচু ব্যবসায়ী কিতাব বলেন, আড়তে প্রচুর লিচু আসলেও জেলার বাহিরে বাজারজাত করতে না পারায় ন্যায্য দাম পাচ্ছে না চাষীরা। এছাড়াও

লিচু ব্যবসায়ী সাজু, বলেন বাজারে দেশীয় জাতের ১০০ লিচু বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকায়। দেশীয় জাতের লিচু দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। কিন্তু লকডাউনের কারণে গাড়ি ও মার্কেট বন্ধ থাকায় লিচু লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে।

বাজার পরিচালক আমজাদ হোসেন বলেন, করোনার কারণে বাহিরে থেকে ব্যবসায়ী না আসায় ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না চাষীরা। গত বছর এ সময় ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছিল প্রতি কাউন। তবে গতবছরের তুলনায় এ বছর লিচুর দাম অর্ধেক।

সাড়ে ৫’শ মানুষকে ‘ফ্রি বাজার’ দিলেন প্রকৌশলী টুটুল

এলাকার কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে আবারও ‘ফ্রি বাজার’ দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) আলিমুজ্জামান টুটুল।

শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নে সাড়ে ৫’শ মানুষকে ‘ফ্রি বাজার’ দেওয়া হয়।

কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আটা, তেল, আলু, পেঁয়াজ, রসুনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পণ্য ও প্রায় ১৫-২০ পদের সবজি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) আলিমুজ্জামান টুটুল বলেন, করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে গৃহে আবদ্ধ অসহায় মানুষের মাঝে বিনামূল্যে ভ্রাম্যমাণ মুদি দোকান দিয়ে তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করি।

তিনি জানান, হজ্বের জন্য জমানো টাকা থেকে এ মানবসেবা শুরু করেছি।

এ কাজে তাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে আসছে তারই হাতে গড়া সংগঠন ‘গ্রীন চাইল্ড’র ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষার্থী। সাধারণ মানুষকে

বিগত একমাস ধরে নিয়মিত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এ পর্যন্ত সাত হাজারের অধিক মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় পণ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তিনি।

তিনি আরোও জানান, আজ সকালে সাড়ে ৫’শ মানুষের মাঝে এসব ব্যাগ ভর্তি করে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে।তিনি বলেন, আমি আমার এলাকার মানুষের কষ্ট দেখে তাদের কষ্ট কিছুটা কমানোর জন্যই এই উদ্যোগ নিয়েছি।

ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা আলিমুজ্জামান টুটুলের। পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাধ্যমতো অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কাল থেকে কুষ্টিয়ার সকল দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা

কুষ্টিয়া জেলার সকল উপজেলার শপিংমল, দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।

শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, করোনা দুর্যোগকালীন বাজার মনিটরিং কমিটির সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের দেওয়া শর্তসমূহ উপেক্ষা করে মানুষের উপচে পড়া ভিড়, অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় এবং পাশ্ববর্তী জেলার লোকজন বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ জেলায় আসছে ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় শনিবার সকাল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ের সকল হাট-বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, দোকান-পাট, শপিংমলসমুহ বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

তবে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট জরুরী সেবাসমুহ ও ঔষধের দোকান ও নিত্য

প্রয়োজনীয় পণ্য, কৃষি পণ্য পরিবহনের যানবাহন এর আওতামুক্ত থাকবে।

জেলা প্রশাসক আরও জানান, এ আদেশ অমান্য করলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদাসহ বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর ত্রাণ বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ুলগাছিতে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে সেনাবাহিনী সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ুলগাছি এলাকার হতদরিদ্রদের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে বিতরণ করা হয়েছে।

যশোর সেনানিবাসের ১৯ ইস্টবেঙ্গল ৫৫ ডিভিশনের ক্যাপ্টেন ইমরানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সদস্যরা করোনা ভাইরাসের কারনে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

এসময় ক্যাপ্টেন ইমরান বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করার জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সংকটময় মুহূর্তে দেশ ও জনগনের পাশে ছিলো এবং থাকবে।

তিনি আরো জানান, সেনাবাহিনী এ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

আমিরুল ইসলাম ও সমন্বয়কারী কিতাব আলী প্রমুখ।

গাংনীর সাহারবাটিতে দিনে দুপুরে দূরধর্ষ চুরি

গাংনীর সাহারবাটি চারচারা বাজারে রানা সু স্টোর নামক একটি জুতা সেন্ডেল ও বিকাশের দোকনের তালা ভেঙ্গে ২ লক্ষাধিক টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টা থেকে ২ টার মধ্যে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

রানা সু স্টোরের সত্বাধিকার সাহারবাটি গ্রামের মো: বাবলু হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টার দিকে দোকানে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে বাড়িতে নামাজ এর জন্য যায়। ২ টার সময় দোকানে এসে দেখি তালা ভাঙ্গা।

এ অবস্থায় দেখে পার্শবর্তী ব্যাবসায়ীদের বিষয়টি জানানো হয়। দোকানের ক্যাশ টেবিল থেকে নগদ ২ লাখ ১০ হাজার টাকা ও বিকাশ ব্যাবসায় ব্যাবহৃত একটি মোবাইল সেট ও তার মধ্যে ২০ হাজার টাকা চুরি হয়ে যায়।

তিনি আরো জানান, গতকাল সকালের দিকে বাজারের সিসি ক্যামেরার একটি তার ছিড়ে তার ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের দিকের সিসি ক্যামেরাটা অকেজো হয়ে রয়েছে। ফলে টাকা চুরির সাথে জড়িতদের সনাত্ব করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী তৌহিদ মুর্শেদ অতুল জানান, বাজারের সিসি টিভি’র ফুটেজ যাচাই বাছাই করা হচ্ছে।

স্থানীয় ব্যাবসায়ীদের অভিযোগ বাজারে সিসি টিভি থাকা সত্বেও প্রায় চুরির ঘটনা ঘটেই চলেছে। কিছুদিন আগে একটি ওয়েল্ডিং এর দোকানে একটি সাইকেল চুরি হয়ে যায়। সেদিনেও তার দোকানের দিকের সিসি টিভির সমস্যা থাকায় চোর সনাক্ত হয়নি। এভাবে চুরির ঘটনা ঘটতে থাকলে বাজারের ব্যাবসায়ীরা দেউলিয়া হয়ে যাবার শংকা প্রকাশ করেন।

গাংনী থানার এসআই শুধাংশু জানান, ব্যাবসায়ীদের সংবাদে বাজারে এসে সিসি টিভি’র ফুটেজ যাচাই করা হচ্ছে। টাকা চুরির ঘটনায় জড়িতদের সনাত্ব দ্রত সনাত্ব করা হবে।

তামাকজাত দ্রব্যের সুর্নিদিষ্ট কর কাঠামোর দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন

করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করার দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে এই অনলাইন মানববন্ধন শুরু হয়। সারাদেশের শতাধিক তামাক নিয়ন্ত্রণে র্কাযরত সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এই মানববন্ধনে ‘তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবী’ জানান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)’র ও এইড ফাউন্ডেশন উদ্দ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই অনলাইন মানববন্ধনে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সিয়াম, সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মৌমাছি, সাফ, কেএনকেএস, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পাস), সুরঙ্গন সাংস্কৃতিক একাডেমি, গাংনী থিয়েটারসহ সারাদেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহন করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এই প্রথম অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহনকারীরা একটি সময়োপযোগী তামাক-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের জন্য “কোভিড-১৯ এর আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই” “তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর, জীবন বাচাঁবে বাড়াবে রাজস্ব”- “জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই”- এসকল শ্লোগান লেখা লিফলেট হাতে নিয়ে নিজ অবস্থান থেকে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবী পোস্ট করেন।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সারাদেশের সকল কাজের স্থবিরতার মধ্যেও আগামী অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে এই অনলাইন মানববন্ধন।
এনবিআর প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থে তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের কথা বলা হয়েছে।

তামাক জাত দ্রব্যের ওপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ হলে প্রায় ২০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ত্যাগে উৎসাহিত হবে। সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ চলতি অর্থবছরে চেয়ে ৪ হাজার ১০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বেশি রাজস্ব আয় হবে। যার হার বিড়ি ও সিগারেট থেকে প্রাপ্ত বর্তমান রাজস্বের চেয়ে অন্তত ১৪% বেশি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর দাবী করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা হোক। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), এইড ফাউন্ডেশনসহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের শতাধিক নেতৃবৃন্দ এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরে যুব সমাজের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে যুব সমাজের পক্ষ থেকে অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে প্রায় ৫০ পরিবারকে এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

করোনার সংকটময় পরিস্থিতি এবং পবিত্র ঈদুল ফিতর কে সামনে রেখে

খাদ্য বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান যুব সমাজের সদস্যরা।

এ সময় বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে গরীব, দুস্থ, অসহায়, কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানান যুব সমাজ।

খাদ্য বিতরণে সহযোগিত করেন সুজন, সেন্টু, শামীম, জাহিদ, জহিরুল, এরশাদ, কাবিদুল, রাহুল, আনিস, তাছিকুল প্রমুখ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অযথা দোকানে ভিড় করার অপরাধে বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ঝটিকা অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্র্রেট হিসেবে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো: মহিউদ্দিন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানাগেছে, ১৮৬০ সালের আইনের ২৬৯ ধারায় কার্পাসডাঙ্গা বাজারের জি-রহমানিয়া মার্কেটের আব্দুল্লাহ গার্মেন্টসের মালিক রফিকুল ইসলাম কে ২ হাজার ও একই ধারায় হাজি মার্কেটের ফ্যাশান হাউজের মালিক শাহাবুদ্দিন কে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। সেই সাথে ব্যবসায়ীদের কে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কালে সহযোগিতা করেন উপজেলা ভূমি অফিসের পেশকার জিহন আলী ও দামুড়হুদা মডেল থানার এ এসআই আশেক সহ পুলিশ সদস্যবৃৃন্দ।